২৮ জুলাই মহান শিক্ষক কমরেড চারু মজুমদার'র ৫৩ তম শহীদ দিবস পালন করুন।

চলমান ছাত্র বিদ্রোহে শহীদ শত শত সহপাঠী সতীর্থ ভাইবোনের হত্যার বদলা নিন।

বিপ্লবী বন্ধুগণ, ২৮ জুলাই ২০২৪, বসন্তের বজ্র নির্ঘোষ খ্যাত ভারতবর্ষের সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত প্রথম সামাজিক বিপ্লবের রূপকার নকশালবাড়ির স্রষ্টা মহান মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-মাওবাদী শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, ভারতীয় উপমহাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ কমিউনিস্ট বিপ্লবী ও বিপ্লবী কমিউনিস্ট আন্দোলনের কর্তৃত্বমূলক নেতৃত্ব কমরেড চারু মজুমদারের ৫৩ তম শহীদ দিবস প্রতিটি শহীদের রক্তের বদলায় সার্থক করে তুলুন।

বন্ধুগণ, সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বের নয়া দাবী নিয়ে উঠে আসা নয়া চৈনিক সাম্রাজ্যবাদকে ঘিরে বর্তমান মার্কিন নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদী ব্লক ভারত মহাসাগরকে কেন্দ্র করে চীনকে ঘিরে ফেলার যে নীতি-কৌশল গ্রহণ করেছে সম্প্রসারণবাদী ভারত দক্ষিণ এশিয়ায় তার প্রধানতম অংশীদার। খোদ মার্কিন প্রশাসন থেকেই চীনের উত্থানকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইঙ্গিতবহ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এরকম একটা আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক অস্থির পরিবেশের মধ্যে ভারতের সাথে আমাদের জাতি ও জনগণের সম্পূর্ণ স্বার্থবিরোধী প্রতিরক্ষা চুক্তিসহ অন্যান্য চুক্তি ও সমঝোতা স্মারকে সই করে এসেই চালাকিপূর্ণ চীন সফর হাসিনার জন্য হিতে বিপরীত হয়েছে। অনিবার্যভাবেই দেশের বিরোধীরা হাসিনার এই লেজেগোবরে অবস্থার সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে চাইবে। ইতিমধ্যেই ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা 'র' এর দ্বারা এম.পি. আনার হত্যাকাণ্ড, বেনজির, আজিজ, ছাগল মতিউরসহ সামরিক বেসামরিক আমলাতন্ত্রের সীমাহীন দুর্নীতি ও লূটতরাজের স্বর্গরাজ্যের খবর জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে সরকারকে কোণঠাসা করে ফেলে। এর সাথে পূর্বাপর চলতে থাকা রাষ্ট্রীয় আর্থিক বিপর্যয়, দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন ঊর্ধ্বগতি, আমদানি রপ্তানিসহ সকল সরকারি হিসাব নিকাশে সীমাহীন মিথ্যাচার, ঔদ্ধত্য, রাষ্ট্রীয় হত্যাকাণ্ড, দলীয় হত্যাকাণ্ডসহ নানাবিধ অপকর্মে যখন বিশ্ববেহায়া হাসিনা সরকার টালমাটাল ঠিক সেই মুহূর্তে দৃশ্যত শাসকশ্রেণীর স্বার্থানুকূল তথাকথিত কোটা সংস্কার ছাত্র আন্দোলন হাসিনা সরকারের সার্বিক অস্বস্তিকর পরিস্থিতিকে কিছুটা ধামাচাপা দিতে সফল হল। সেই আনন্দে কিছুটা স্বস্তিকে সম্পূর্ণ স্বস্তিতে পরিণত করতে পোষা পেটোয়াবাহিনী ছাত্রলীগকে দিয়ে প্রথমে বাধা, হামলা এবং পরে সরাসরি গুলি চালিয়ে উস্কে দিতেই বিদ্রোহে ফেটে পড়লো ছাত্র সমাজ। হাসিনা পড়লো আরও বেকায়দায়। খুনি হাসিনা সরকার পরিস্থিতির আকস্মিকতায় আতঙ্কিত হয়ে সারাদেশে আনসার, পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি, সোয়াত, এপিবিএন, নৌবাহিনী, সেনাবাহিনী নামিয়ে কার্ফিউ দিয়ে দেখামাত্রই গুলির নির্দেশ জারী করে শত শত ছাত্র জনতাকে নির্বিচারে গুলি করে হত্যা, হাজার হাজার আহত এবং হাজার হাজার ছাত্র জনতাকে গ্রেফতার ও গুম করে। গুলি করে, পিটিয়ে, ট্রেনের নীচে ফেলে হত্যা করা শত শত তরতাজা তরুণের লাশের সামনে দাঁড়িয়ে আজ কমরেড চারু মজুমদারের সেই ঐতিহাসিক নির্দেশ বার বার প্রতিধ্বনিত হচ্ছে- " আজকের এই নতুন যুগে যখন সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংসোন্মুখ, যখন পৃথিবীর দেশে দেশে বিপ্লবী আগুন জ্বলছে, যখন সে বিপ্লবী আগুন ভারতবর্ষেও ছড়িয়ে পড়েছে নকশালবাড়ী থেকে শ্রীকাকুলাম, আসাম থেকে পাঞ্জাবে, তখন বাংলাদেশের সেই ছাত্র যুবকরা তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বভার কাঁধে তুলে নেবেন এবং শ্রমিক কৃষকের মধ্যে বিশেষ করে দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে বিপ্লবী রাজনীতি প্রচারের কাজে নামবেন। সাম্রাজ্যবাদীরা ও প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণী ছাত্র যুবকদের এই বিপ্লবী সম্ভাবনাকে অঙ্কুরে বিনাশ করতে চেয়েছে এবং সামনে তুলে ধরেছে কলেজ ইউনিয়নের টোপ। কলেজ ইউনিয়নগুলো যুবক ও ছাত্রদের শিক্ষার কোন সমস্যার সমাধান করতে পারে না, শুধু তাই নয়, এই ইউনিয়নগুলোয় অংশগ্রহণ ক'রে এই শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুব ছাত্রদের বিদ্রোহকে নেতৃত্ব দিতে অক্ষম হয়। এগুলো মূলত বিপ্লবী ছাত্র-সমাজের সামনে একটা অর্থনীতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী তুলে ধরে। তাই কলেজ ইউনিয়নগুলো ছাত্র-যুবকদের বিপ্লবী প্রতিভাকে নষ্ট করে, শ্রমিক-কৃষকের সাথে একাত্ম হওয়ার পথে এগুলো হল বিরাট বাধা। তিনি আরও বলছেন "এদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যদিয়ে ছেলে-মেয়েদের এমনভাবে তৈরী করা হচ্ছে যাতে তারা গরীব কৃষক-শ্রমিক জনগণকে হেয় চোখে দেখে, যাতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর সব কিছুরই ওপর তারা শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠে, তাদেরই সেবাদাস বা অনুচর হয়ে ওঠে। তা ছাড়া আঠারো থেকে চব্বিশ বছর বয়সটাতে মানুষ সারাজীবন সবচেয়ে বেশি পরিশ্রমী, উৎসাহী, নির্ভীক ও আদর্শনিষ্ঠ হতে পারে, অথচ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় সেই বয়সটাতেই যুব ছাত্রদের এই জনবিরোধী লেখাপড়া ও পরীক্ষায় পাশ করার জন্য ব্যস্ত রাখা হয়। তাই চেয়ারম্যান (মাও) বলেছেন- যত বেশি পড়াশুনা করবে, ততবেশী মূর্খ হবে। আমি সবচেয়ে খুশী হব যদি তোমরা এই পরীক্ষা পাশের জন্য নিজেকে অপচয় না করে আজই বিপ্লবী সংগ্রামের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ো।"

সংগ্রামী বন্ধুগণ, যে ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গুলি করার অনুমতি দিয়েছে, যে পুলিশ কর্মকর্তা গুলি করার অর্ডার দিয়েছে এবং যে পুলিশ গুলি করেছে তারা সবাই রাষ্ট্রের কর্মকর্তা কর্মচারী। আপনারা সংস্কারের মাধ্যমে যে সরকারি চাকুরীতে প্রবেশ করতে চাচ্ছেন- সেই চাকুরীতে আপনাদেরও কাজ হবে শ্রমিক কৃষক ছাত্র জনতাকে লুটেপুটে খাওয়া এবং এভাবে পিটিয়ে গুলি করে হত্যা করা- যে কোন উপায়ে যে কোন আন্দোলন দমন করা। রাষ্ট্র শ্রেণী শোষণের হাতিয়ার। আমাদের এই রাষ্ট্র মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নয়াউপনিবেশ- একটি পরাধীন রাষ্ট্র। যে শ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন তারা সাম্রাজ্যবাদ-ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের দালালশ্রেণী অর্থাৎ সামন্ত (জোতদার-মহাজন) আমলা-মুৎসুদ্দি পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী। এই রাষ্ট্রে শ্রমিক কৃষক মেহনতি জনতার স্বার্থহানি হবে এটাই স্বাভাবিক, চরম বৈষম্যের স্বীকার হবে এটাই স্বাভাবিক ।অতএব বৈষম্যহীন সমাজ ব্যবস্থা গড়তে হলে প্রথমে শ্রমিক-কৃষক-দলিত-আদিবাসী-নারী-পেশাজীবী-ছাত্র যুবাদের স্বার্থরক্ষাকারী একটি নয়াগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়তে হবে। বিদ্যমান এই শোষণমূলক রাষ্ট্রযন্ত্রকে ভেঙ্গে গুড়িয়ে ফেলতে হবে। খুনি হাসিনার শাসন-শোষণে জর্জরিত হয়ে ছাত্র যুবক জনতা বিদ্রোহে ফেটে পড়ে থানা, কারাগার, ফাড়ি, টোল প্লাজা ও বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে আক্রমণ চালায়। এটা অভূতপূর্ব! র‍্যাব-পুলিশের উপরও আক্রমণ চালায়, এটা দারুন! র‍্যাব, পুলিশ, বিজিবি, আনসার, এপিবিএন, সোয়াতের সশস্ত্র হামলা ছাত্র যুবারা মোকাবেলা করেছে সাহসের উপর ভর করে বুক চিতিয়ে নিরস্ত্র অবস্থায়। মহান শিক্ষক কমরেড চারু মজুমদার বলছেন- " আমাদের মনে রাখতে হবে কমরেড মাও সেতুঙের শিক্ষা " দমননীতির বিরুদ্ধে শুধুমাত্র নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ জনসাধারণের সংগ্রামী ঐক্যে ফাটল ধরায় এবং আত্মসমর্পণের পথে নিয়ে যায়।" কাজেই আজকের যুগে যে কোন গণ-আন্দোলনের সময় সক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলন সংগঠিত করতে হবে। ...সক্রিয় প্রতিরোধ বলতে আমরা কি বুঝি? প্রথমত- কর্মী সংরক্ষণ। এই কর্মী সংরক্ষণের জন্য দরকার উপযুক্ত শেল্টার (Shelter) যোগাযোগ ব্যবস্থা। দ্বিতীয়ত- সাধারণ মানুষকে প্রতিরোধের কলাকৌশল শেখানো। যেমন গুলির সামনে শুয়ে পড়া বা কোন শক্ত আড়ালের সাহায্য নেওয়া, ব্যরিকেড রচনা করা ইত্যাদি। তৃতীয়ত- সক্রিয় কর্মীদলের সাহায্যে প্রত্যেকটি আক্রমণের বদলা নেয়ার চেষ্টা করা, যাকে কমরেড মাও সেতুঙ বলেছেন, Tit for tat struggle (মারের বদলে মারের সংগ্রাম)।" আজকের যুগের বর্তমান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সরকার শ্রমিক কৃষক জনতার প্রতিটি আন্দোলনকে মোকাবেলা করছে হিংস্র আক্রমণ করে। কাজেই জনসাধারণের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন দেখা দিয়েছে সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলনের। তাই মহান কমরেড চারু মজুমদার নির্দেশ করছেন "আজ গণআন্দোলনের স্বার্থে শ্রমিকশ্রেণী সংগ্রামী কৃষকশ্রেণী ও প্রত্যেকটি সংগ্রামী জনসাধারণকে আহ্বান জানাতে হবে- (১) সশস্ত্র হও (২) সংঘর্ষের জন্য সশস্ত্র ইউনিট তৈরী কর (৩) প্রত্যেকটি ইউনিটকে রাজনৈতিক

শিক্ষায় শিক্ষিত কর। এই আওয়াজ না দেয়ার অর্থ নিরস্ত্র জনতাকে নির্বিচারে হত্যার মুখে ঠেলে দেওয়া। শাসকশ্রেণী তাই চায়, কারণ এইভাবে তারা সংগ্রামী জনতার মনোবল ভেঙ্গে দিতে পারবে। বিক্ষুব্ধ জনতা আজ আক্রমণ করে রেলওয়ে স্টেশন, থানা, ইত্যাদি; অজস্র বিক্ষোভে ফেটে পড়ে সরকারি বাড়ীগুলির উপর, নয়তো বাস, ট্রাম, ট্রেনের উপর। এ যেন সেই লুডাইটের বিক্ষোভ- যন্ত্রের বিরুদ্ধে। বিপ্লবীদের সচেতন নেতৃত্ব দিতে হবে, আঘাত হান ঘৃণিত আমলাদের বিরুদ্ধে-মিলিটারী অফিসারদের বিরুদ্ধে, জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে- দমননীতি থানা করে না, করে থানার দারোগাবাবু, আক্রমণ পরিচালনা করে সরকারি বাড়ী বা যানবাহন নয়, সরকারি দমনযন্ত্রের মানুষ এবং সেই মানুষের বিরুদ্ধেই আমাদের আক্রমণ। শ্রমিকশ্রেণী ও বিপ্লবী জনতাকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে যে শুধু আঘাত করার জন্য আঘাত ক'রো না, যাকে আঘাত করবে তাকে শেষ কর। কারণ শুধু আঘাত করলে প্রতিক্রিয়া বিভাগ প্রতিশোধ নেবে, কিন্তু খতম করলে সরকারি দমনযন্ত্রের প্রত্যেকটি মানুষ আতঙ্কিত হবে- আমাদের মনে রাখতে হবে কমরেড মাও সেতুঙের সেই শিক্ষা- "শত্রুর অস্ত্রাগার আমাদের অস্ত্রাগার।" সেই অস্ত্রাগার গড়ে তোলার জন্য শ্রমিকশ্রেণীকে অগ্রণী হতে হবে। নেতৃত্ব দিতে হবে গ্রামের কৃষককে, আর সেই সশস্ত্র ইউনিটগুলোই ভবিষ্যতে গেরিলাবাহিনীতে রূপান্তরিত হবে। এই সশস্ত্র ইউনিটগুলোকেও রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে পারলে তারাই গ্রামাঞ্চলে সংগ্রামের জন্য দৃঢ় জায়গা (Base Area) গড়ে তুলতে পারবে। একমাত্র এই পদ্ধতিতেই আমরা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করতে পারব। শ্রমিকশ্রেণী ও বিপ্লবীশ্রেণীগুলির মধ্যে এই সংগ্রামী ইউনিট তৈরী করার মধ্য দিয়েই আমরা সেই বিপ্লবী পার্টি গড়ে তুলতে পারব, যে পার্টি বিপ্লবী মার্কসবাদ-লেনিনবাদের উপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে পারবে এবং আগামী যুগের দায়িত্ব পালন করতে পারবে।"

বন্ধুগণ, খেয়াল করুন, শাসকশ্রেণী আন্তর্জাতিক মহলে এই নারকীয় হত্যাযজ্ঞকে গ্রহণযোগ্য করতে সেতু ভবন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, দুর্যোগ ভবন ও ডেটা সেন্টারে নিজেরাই অগ্নিসংযোগ করে এবং নিজেদেরই শ্রেণীভাই বিরোধীদলীয় বিএনপি-জামাত-শিবিরের ঘাড়ে দোষ চাপায়। সেতু বিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগ ও দুর্যোগ বিভাগে নিজেদের অপকর্মের নথিপত্র গায়েব করাই আগুন লাগানোর আসল উদ্দেশ্য। আর আন্দোলন দমাতে র‍্যাব-পুলিশ ও ছাত্রলীগের নৃশংসতার ভিডিও গায়েব করা ও সারাদেশে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়াই ডেটা সেন্টারে আগুন লাগানোর মূল উদ্দেশ্য। শাসকশ্রেণীর দুর্নীতি, লুটপাট ও বিদেশে অর্থ পাচারের ফলে দেশের রিজার্ভের অবস্থা নাজুক।বাজেট ঘাটতি পূরণের জন্য ভারত-চীন থেকে ঋণ না পেয়ে নির্লজ্জ হাসিনা দিশেহারা। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির জন্য জনগণ আজ বিক্ষুব্ধ। তথাকথিত উন্নয়নের ঋনের সুদ ও বাজেট ঘাটতির টাকা পূরণের জন্য জনগণের ঘাড়েই সম্পূর্ণ বোঝা চাপানো হচ্ছে। জনগণের রক্ত ঘাম শুষে নেয়া হচ্ছে। জনগণ বিদ্রোহ করবে। পূর্ববাংলার শাসকশ্রেণী সাম্রাজ্যবাদী-ভারতীয় সম্প্রসারণবাদী কৌশলে যে নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালালো, আগামী বিদ্রোহে তা আরো ভয়াবহ হবে। ছাত্র বিদ্রোহের এ শিক্ষা আমাদের প্রতিটি জেলায় জেলায় ছড়িয়ে দিতে হবে। প্রতিটি হত্যাকাণ্ডের বদলা নিতে হবে। বদলা নেয়া ছাড়া শ্রেণীসংগ্রামকে এগিয়ে নেয়া যাবে না। সাম্রাজ্যবাদ-ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ তাদের দালাল পূর্ববাংলার ধনিকশ্রেণী তথা শাসকশ্রেণী মারফত এ দেশ থেকে শ্রমশক্তি, সম্পদ, অর্থ লুট করে অপারেশন কাগারসহ নানা নামে ভারত, ফিলিপাইন, তুরস্ক, পেরু, কলম্বিয়াতে মাওবাদীদের দমন এবং নয়াউপনিবেশ স্থাপনের লক্ষ্যে সিরিয়া, ইয়েমেন, প্যালেস্টাইন, লেবানন, ইউক্রেনে যুদ্ধ বাধিয়ে এবং আফ্রিকার দেশগুলোতে নিত্যনতুন ভাতৃঘাতী সংঘাত উস্কে দিয়ে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধানোর পায়তারা করছে। এমতাবস্থায় ছাত্র যুবাদের শ্রমিক-কৃষকের সাথে একাত্ম হয়ে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ পরিকল্পনাকে নস্যাৎ করতে লেনিন নির্দেশিত পথেই সাম্রাজ্যবাদের সেবাদাস- দেশীয় শাসকশ্রেণীর চাপিয়ে দেয়া অন্যায় যুদ্ধকে ন্যায় যুদ্ধ দিয়ে মোকাবেলা করতে হবে। তথাকথিত স্বাধীনতা নির্বাচন গণতন্ত্র ইত্যাদির আবডালে ঢেকে রাখা চলমান গৃহযুদ্ধকে সর্বব্যাপী গৃহযুদ্ধে রূপান্তরিত করতে হবে। একেই বলে শ্রেণীসংগ্রাম, আজ আমাদের দায়িত্ব এই চলমান শ্রেণীসংগ্রামকে শ্রেণীযুদ্ধে উন্নীত করা। আওয়ামী শাসকশ্রেণীর লেজুড় সংশোধনবাদী সিপিবি বিক্ষোভ আন্দোলন দমানোর সেই পুরোনো কৌশল নির্বাচনের মাধ্যমে খুনি হাসিনার সাথে হাত মেলাতে চাচ্ছে। কেউ কেউ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করতে চাইছে। তথাকথিত অভ্যুত্থান সাম্রাজ্যবাদের সহায়তায় সফল হতে পারে- কিন্তু সেই সফলতা সাম্রাজ্যবাদ-ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের স্বার্থই রক্ষা করবে। শ্রমিক-কৃষক মেহনতি শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষিত হবে না- দালাল ধনিকশ্রেণীর স্বার্থই রক্ষিত হবে। যে সব নয়াসংশোধনবাদীরা গ্রামে সামন্ত অর্থাৎ জোতদার মহাজনশ্রেনীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্তৃত্বকে প্রধান সমস্যা না ধরে, তাকে খতম না করে, গ্রামে ঘাঁটি এলাকা তৈরী না করে, শহরভিত্তিক অভ্যুত্থানের স্বপ্নে বিভোর, তাদের এই ছাত্র বিদ্রোহ থেকে শিখবার আছে অনেক কিছু। তাই ছাত্র যুবারা আসুন শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃতে গ্রামাঞ্চলে কৃষককে সংগঠিত করে, শ্রেণীশত্রু খতমের মাধ্যমে গ্রামে দরিদ্র-ভূমিহীন কৃষকের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করি। গ্রামে ঘাঁটি এলাকা গড়ে তুলে, গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরাও এর মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যাভিমূখী নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করি।

সংগ্রামী বন্ধুগণ, আজ ছাত্র যুবা'রা সারা দেশব্যাপী স্থবির নাগরিক সমাজে (প্রধান প্রধান শহরগুলোতে) তাদের বিদ্রোহের মধ্যদিয়ে যে প্রাণের সঞ্চার ঘটালেন, দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের প্রতি যে সর্বান্তকরণে সমর্থন জানালেন, এমনকি অংশগ্রহণ করলেন, যে শত শত সহপাঠী সতীর্থ ভাইবোনেরা এই বিদ্রোহের আগুনে আত্মাহুতি দিলেন- শহীদ হলেন তাঁদের প্রতি সত্যিকারের শ্রদ্ধা জানাতে দায়িত্বশীলতার সাথে প্রতিটি হত্যাকাণ্ডের বদলা নিতে হবে। আর তা নেয়া যায় এই আধাউপনিবেশিক-আধাসামন্ততান্ত্রিক সমাজ ও তার দ্বারা সৃষ্ট এই নয়াউপনিবেশিক রাষ্ট্রকে সমূলে উচ্ছেদ করে। এই নয়াউপনিবেশিক রাষ্ট্রকে উচ্ছেদ করতে গেলে এই ছাত্র যুবাদের তথাকথিত ক্যারিয়ারিজমকে পদদলিত করে বিনম্রভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র ভূমিহীন কৃষকের সাথে এবং সেই দরিদ্র ভূমিহীন কৃষককে গ্রহণ করতে হবে তাদের প্রকৃত শিক্ষক হিসেবে। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই তারা পারবেন ভালো বিপ্লবী হতে এবং এই সমাজ বদলে ও তাদের সহপাঠীদের হত্যার প্রকৃত বদলা নিতে। তাই সকলের কাছে আহ্বান- গ্রামে চলুন, গ্রামে গেরিলাযুদ্ধের সূচনা করার মধ্যদিয়ে ঘাঁটি এলাকা গড়ে তুলুন। গ্রাম মুক্ত করে গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরাও করুন এবং শেষ পর্যন্ত এই প্রতিক্রিয়ার সৌধ শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে নয়াদিনের নয়াগণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করুন। জয় আমাদের হবেই। কারণ সত্য ন্যায় ও সুন্দর আমাদের সাথে।

মহান শিক্ষক কমরেড চারু মজুমদারের ৫৩ তম শহীদ দিবস অমর হোক-

ছাত্র বিদ্রোহের শহীদরা আত্মত্যাগের মহান পথ আলোকিত করুক-

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদ জিন্দাবাদ।

তারিখ ঃ ২৩-০৭-২৪ ইং

পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (এম-এল)

কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কমিটি

কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত